আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের জন্য বন্ড ছেড়ে এক হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত, বিকল্প অর্থায়নের পথে একধাপ অগ্রগতি।

সরকারের নিজস্ব বিনিয়োগ ছাড়াও দাতা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ঋণ সহায়তার উপর নির্ভরতা কমানোর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পুঁজিবাজার ও বিকল্প উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনার কথা কয়েক বছর ধরে চিন্তা করছে সরকার। দাতা ও উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে পাওয়া ঋণের সুদসহ আনুষঙ্গিক শর্ত ক্রমে কঠিন হওয়ায় সরকার এখন বিকল্প উৎসকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

অবশেষে বিকল্প অর্থায়নের পথে একধাপ অগ্রগতি হয়েছে। রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী'র উপস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাজার হতে অর্থ সংগ্রহ বিষয়ক সভায় আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের জন্য বন্ড ছেড়ে এক হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় অর্থ মন্ত্রণালয়, আইসিটি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, স্টক এক্সচেঞ্জ কমিশন, এপিএসসিএল ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের অধীনে নতুন এক হাজার ৩৫০ মেগাওয়াটের কয়েকটি নতুন ইউনিট স্থাপনের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এ জন্য আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ও ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট নামে দুই মার্চেন্ট ব্যাংককে ইস্যু ম্যানেজার নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরই মধ্যে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টকে লিড অ্যারেঞ্জার (প্রধান সমন্বয়ক) নিয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী এক মাসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। চলতি বছরই প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের বন্ড বিক্রির মাধ্যমে ৬০০ কোটি টাকা সংগ্রহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাকি ৪০০ কোটি টাকার পুরোটা বা আংশিক অংশ শেয়ারবাজারে বন্ড বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের জন্য প্রস্তাবিত বন্ডের বার্ষিক সুদহার নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ শতাংশ।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ তথা এপিএসসিএল দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি। ২০০০ সালের ২৮ জুন এপিএসসিএল কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৬ শতাংশ এপিএসসিএল জোগান দেয়। এপিএসসিএল এর ১০টি ইউনিটে বর্তমানে মোট ১৪০১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।